দৈনিক বাংলা

১২৫

তারিখ 20 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

এসএসসি পরীক্ষার ফি—

এসএসসি পরীক্ষার প্রকৃত ফি কত? দেশের চারটি বোর্ডের এ ব্যাপারে একটি প্রকাশ্য ঘোষণা দেবার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। এ ধরনের ঘোষণা স্বভাবিক পরিস্থিতিতে দেবার কথা নয়। সমস্যাটি একান্তভাবেই বোর্ড স্কুল এবং ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার কথা। কিন্তু পত্র–পত্রিকায় ভিন্ন ধরনের খবর প্রকাশিত হওয়ায় এ ধরনের ঘোষণা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এ ফি নেয়া সম্পর্কে বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উথাপিত হচ্ছে বেশ কয়েক বছর ধরে। কেউ কান দিচ্ছেন না। ভোগান্তি হচ্ছে ছাত্র–ছাত্রী এবং অভিভাবকদের।

অভিযোগ হচ্ছে সরকারী বে–সরকারী সকল স্কুল কর্তৃপক্ষই নানা খাত সৃষ্টি করে পরীক্ষার ফি দেবার সময় অতিরিক্ত টাকা দাবী করছেন। যেমন যশোর বোর্ড কর্তৃপক্ষ এসএসসি পরীক্ষার কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের জন্য ৩৭০ ও ৪৩০ টাকা ফি ধার্য করলেও কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ এ নির্দেশ মানছেন না। বরিশালের খবরে বলা হয়েছে কোন কোন স্কুলে কলা বিভাগের ফি বাবদ ১১৭০, ১৩৭৫ ও ১৫৮১ টাকা এবং বিজ্ঞান বিভাগের জন্য ১২৪৫, ১৪৩৫ ও ১৭২১ টাকা দাবী করা হচেছ। এ টাকার একটি সুবিন্যস্ত খাত এবং এই খাতের জন্য ব্যয়ের হিসাবও আছে।

এই খাতের নাম হতে পারে স্কুল উন্নয়ন খাত, পিকনিক, বিজ্ঞান ভবন তৈরী খাত, ম্যাগাজিন, খেলাধূলা, বিভিন্ন উৎসব পালন। এর পর আছে পরীক্ষার পূর্বে কোচিং–এর নামে একটি বড় অংকের টাকা। কোন পরীক্ষার্থী পড়তে না চাইলেও এ 'ফি' তাকে দিতেই হয় কোচিং–এর নামে। আবার খোঁজ নিলে দেখা যায় এর অধিকাংশ স্কুলে ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় না। খেলাধূলা হয় না। কিছু কিছু বার্ষিক অনুষ্ঠান হয় সরকারী–বেসরকারী সাহায্যে। কিন্তু পরীক্ষার ফি দেবার সময় এ টাকা কড়ায় ক্রান্তিতে শোধ করতে হবে। কোন কোন মহল এ পরিস্থিতিকে অভিহিত করেছেন 'অভিনব ব্যবসা' হিসাবে।

তবে এই ব্যবসাটি শুধুমাত্র বেসরকারী স্কুলে সীমাবদ্ধ থাকলে কিছুটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেত। কারণ এ সকল স্কুলে নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। বেতন একান্তই সরকারী অনুদান–নির্ভর। ছাত্র বেতন হতে পারে বৎসরান্তে। তাই তাদের কাছে পরীক্ষার সময় কিছু দেনা–পাওনার সময়। তাই লক্ষ্য করা যায় এ সময় তারা বিভিন্ন অজুহাতে পরীক্ষার্থীদের বিব্রত করেন। লক্ষ্য করা গেছে এই "বিব্রত করার" ব্যাধি এখন সরকারী স্কুলেও সংক্রমিত। কোন স্কুলেই আর বাড়তি টাকা না দিয়ে পরীক্ষার ফরম পূরণ করা যায় না।

এ প্রক্রিয়া নিশ্চয় বাঞ্ছনীয় বা বৈধ নয়। সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিরা একটি অবৈধ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বছরের পর বছর সকলেরই জানামতে। পরিস্থিতি এখন সহ্যের সীমার বাইরে চলে গেছে এই আর্থিক দুর্গতির বাজারে। অসংখ্য ছাত্র স্কুল কর্তৃপক্ষের অবৈধ কার্যকলাপের জন্য পরীক্ষার ফি দিতে পারছে না। পারছে না পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে।

তাই বোর্ড কর্তৃপক্ষকে একটা কিছু করতে হবে বলেই আমাদের ধারণা। প্রয়োজন হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য এবং হুশিয়ারী দেয়া একান্তই জরুরী।